[redacted]

[redacted]

মার্কেটে হাবিবা লেডিস কর্ণার নামের গার্মেন্টস, যেখানে প্রায় অর্ধকোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। নিজ গ্রাম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। যার মূল্যে কোটি টাকার বেশি। মীর হাবিবুর রহমানের তিন মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান। ছেলে একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেখাপড়া করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালেল কয়েকজন চিকিৎসক ও স্টাফ জানান, হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন শুধুমাত্র কমিশন বাণিজ্য করে। দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকার কারণে তিনি এই সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া বড়বাবু হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারেন না। দ্রুত তার সম্পদের তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

হাসপাতালের এক এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার জানান, বড়বাবু যা বলে তাই করতে হয়। হাসপাতালের দুটি এ্যাম্বুলেন্সকেই তিনি নিজের প্রয়োজনের ব্যবহার করেন। আমরা ছোট চাকরি করি। আমাদের চাকরি হারাতে হয় এমন কোন নিউজ করেননা ভাই।

প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, মোবাইলে সব কথা বলা যায় না। পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছি ৮বিঘা। পরে আমি কিছু কিনেছি। সব মিয়ে ১৫ থেকে ১৬ বিঘা জমি হবে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বড় জামাইয়ের সাথে ভূষি মালের ব্যবসা করি। এভাবেই টাকা হয়েছে। কমিশন বাণিজ্যসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়ে তিনি বলেন, কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল তথ্য রটিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রধান সহকারী মীর হাবিবুরের রহমানের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। কমিশন বাণিজ্য, এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের বিষয়গুলো প্রথম শুনলাম। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে তিনি যদি এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে থাকেন তাহলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় বাজার লকডাউন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার একটি বাজার সাত দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রশাসন। বুধবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের পুরাতন আজমপুর গ্রামের বাজার সাত দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস বাজারে গিয়ে হ্যান্ডমাইকে লকডাউন ঘোষণা করেন। এ সময় সেখানে মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন,মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা, সহ স্থানীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও লিংকন বিশ্বাস জানান, কয়েক দিন আগে পুরাতন আজমপুর এলাকার এক বাসিন্দা কাজের সূত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। এ সময় তিনি স্থানীয় আজমপুর বাজারে চায়ের দোকানে বসে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে চা পান করেছিলেন।

ওই ব্যক্তির পরিবারের আরও দুজন সদস্যও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ফিরে করোনায় আক্রান্ত ওই ব্যক্তি বর্তমানে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা গুরুতর। পরিবারের দুজন বাড়িতেই চিকিৎসাধীন।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ফিরে আসার পর করোনা শনাক্ত হওয়া ব্যাক্তি ভারতীয় ধরনে আক্রান্ত হতে পারেন। এ জন্য আজমপুর গ্রামের বাজারটি সাত দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে সেখানে লোকসমাগম না হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি বাজারের পাশেই। ওই বাজারে কাঁচা বাজার বসে এবং সেখানে ১০ থেকে ১২টি দোকান রয়েছে। ওই এলাকায় স্বাভাবিকভাবে মানুষ মাস্ক পরে জরুরি প্রয়োজনে বের হতে পারবে।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা কর হয়েছে । জানা গেছে, গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদ বাজার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার সদরে বাসস্ট্যান্ডও বাজারে জয়রামপুর মুক্তারপুর, কার্পাসডাঙ্গা, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে বিভিন্ন জনের নিকট থেকে ৩,৪০০টাকা জরিমানা আদায় করেন, এসময় তিনি মাক্স ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। এসময় তিনি বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, কয়েকদিনের ব্যবধানে আট জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না । নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী,

দামুড়হুদার মডেল থানার এসআই শেখ তৌহিদুর রহমান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় একদিনে করোনায় ৪ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় চারজন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৬৭ জনের।

মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই চারজনের মৃত্যু হয়। চলতি বছরে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে একসঙ্গে চারজনের মৃত্যু এটাই প্রথম।

এবিষয়ে সময় হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তাপস কুমার সরকার বলেন, মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী। এই প্রথম কুষ্টিয়ায় একদিনে সর্বোচ্চ করোনায় মৃত্যু চার জন। তিনি আরো বলেন, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স না থাকলেও এদিক–সেদিক করে চালানো হচ্ছে। তবে অবকাঠামোর খুবই অভাব। চিকিৎসা সরঞ্জাম যা আছে, তাতে আপাতত চলবে। হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলা যা আছে, তা সীমিত। আরও ১৫ থেকে ২০টি এ মুহূর্তে সরবরাহ করা হলে ভালো হতো।

গতকাল রাত ১০টায় জেলা প্রশাসন সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এক দিনে সর্বোচ্চ ৬৭ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ২২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে চলতি বছরে এটাই সর্বোচ্চ শনাক্ত। তাঁদের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলাতেই ৪৩ জন রয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩ দিনে ৬৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে জেলায় ১৭৩ করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা অনুপাতে শনাক্তের হার ২৫ শতাংশের বেশি। গত ৭ দিনে শনাক্ত হয়েছেন ৩১৩ জন। এ সময়ে মারা গেছেন ১১ জন।

হাসপাতালটির মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এ এস এম মুসা কবির বলেন, করোনা রোগী ভর্তির চাপ ব্যাপক। এ জন্য দুটির বাইরে আরও একটি ৩৬ শয্যার

ওয়ার্ড প্রস্তুত করা হচ্ছে। আজ বুধবার নতুন ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি শুরু করা হবে।

এর আগে গত বৃহপতিবার (৩মে) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেছিলেন, কুষ্টিয়ায় এখন করোনা রোগী বাড়ার হার ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে লকডাউনের কোনো বিকল্প নেই। সেটা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে হাসপাতালে রোগীর চাপ সামলানো যাবে না। যে হারে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে মানুষকে অন্তত এক থেকে দুই সপ্তাহ কঠোরভাবে ঘরে রাখতে হবে। তাহলে করোনার ঊর্ধ্বমুখী হার ঠেকানো সম্ভব।

সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম আজ দুপুরে জানান, এই মূহুর্তে কুষ্টিয়ায় লকডাউন ছাড়া পরিস্থিতি কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য কুষ্টিয়ায় গত বৃহপতিবার (৩মে) ৪৭ জনের মধ্যে ২৪ জন করোনা পজিটিভ,নমুনা অনুপাতে আক্রান্ত হার ৫০ শতাংশের বেশি ছিল।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মকবুল হোসেন(৫৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার (৯ই মে) সকালে ভেড়ামারা উপজেলার ক্ষেমিরদিয়াড়-মওলাহাবাসপুর সড়কে মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মকবুল মওলাহাবাসপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে। সে ঈশ্বরদীর রুপপুর পারমানবিক প্রকল্পের শ্রমিক ছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে রুপপুরে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ট্রলির সাথে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মকবুল মারা যান। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে

গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তৃতীয় গ্রেড থেকে চতুর্থ গ্রেডে কুষ্টিয়া চিনিকলের সাবেক এমডি

সিবিএ নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশে আড়াই কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় কুষ্টিয়া চিনিকলের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গোলাম সারওয়ার মুর্শেদের পদাবনতি হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া চিনিকলের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুর রহমান খান জানান, তাকে তৃতীয় গ্রেড থেকে চতুর্থ গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সিপিই পদে কর্মরত রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব আরিফুর রহমান অপু স্বাক্ষরিত এক আদেশে উল্লেখ করা হয়।

কুষ্টিয়া চিনিকলের অভিযুক্ত সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম সারওয়ার মুর্শেদকে ২০২০ সালের নভেম্বরে প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সিপিই পদে বদলি করা হয়েছিল। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে পরে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়। তিনি বর্তমান পদ থেকে ২৫ জুন অবসর গ্রহণ করবেন। শাস্তি হিসেবে তাকে ৩য় গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনি অবসরকালীন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে ওই আদেশে উল্লেখ করা হয়। চিনিকল সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতিবাজ গোলাম সারওয়ারের বিরুদ্ধে চিনিকলের গ্র্যাচুইটি ও মালামাল সরবরাহকারীর বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিবহির্ভূতভাবে রেজুলেশন করে ৪ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙানো, চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, নিয়ম ভেঙে পিএফ ফান্ডের সদস্যদের মুনাফার টাকা চিনি ব্যবসায়ীদের প্রদান, মিলের অবসরপ্রাপ্তদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ

দ্রুত মিলের দোষী শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হবে।এ বিষয়ে কথা বলার জন্য কুষ্টিয়া চিনিকলের অভিযুক্ত সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম সারওয়ার মুর্শেদের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনের মাস্ক বিতরণ

মুজিবনগরে করোনা ভইরাস এর ২য় ঢেউ প্রতিরোধে রাস্তায় ও চায়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে জনসাধারনের মাঝে মাস্ক বিতরণ ও জনসচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

বুধবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর বাজার ও মাঝপাড়া গ্রামে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন। এ সময় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে জনসাধারনের উদ্দেশে আয়ূব হোসেন বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ দফা নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুলের পরামর্শক্রমে আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হব না। নিয়মিত মাস্ক পরিধান করবো। সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখবো। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবো। তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারবো।

[redacted]

[redacted]

পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা গ্রামে অপহরণকারীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। বুধবার দুপুরে এ ঘটনাটি ঘটে। ওই অপহরণকারীর নাম আনোয়ার হোসেন। সে শরিয়তপুর জেলার জাজিরা থানার কলিমচর গ্রামের আলাউদ্দীনের ছেলে।

পীরতলা গ্রামের সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট অফিসার তোফাজ্জল হোসেন জানান, আনোয়ার হোসেন, একটি পিকাপ (যার নম্বর-ঢাকা মেট্রো- ন- ১৫- ৮৫৯২) যোগে রামনগর গ্রামের জুয়েলসহ তিনজন এক নারীকে অপহরণ করতে আসে। এসময় ওই নারীর চিৎকারে এলাকাবাসি এসে তিনজনকেই আটক করে।

এদিকে খবর পেয়ে স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি টীম ঘটনাস্থলে আসলে স্থানীয় লোকজনের সাথে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এসময় জুয়েল ও তার আরেক সঙ্গী কৌশলে সটকে পড়ে। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশের সাথে ভুলবুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে অপহরককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, পুলিশের কাছে একজনকে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসি। তাকে জিজ্ঞাবাদ করা হবে এবং কেউ অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর বামন্দীতে সাংবাদিকের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী বাজারে পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে সাংবাদিক নুহু বাঙ্গালীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার দুপুরে চোরেরা বাড়ির মুল ফটকের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। চোরেরা স্টীলের আলমারী ভেঙ্গে নগদ সাড়ে ১২ হাজার টাকা ও একটি স্যামসাং স্মার্ট ফোন চুরি করে পালিয়ে যায়।

নুহু বাঙ্গালী জানান, তিনি তার ক্লিনিকে ও মিসেস হুদা তার কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন। সবার অনুপস্থিতিতে চোরেরা এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, চুরির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। ক্যাম্প পুলিশের মাধ্যমে খবর নিয়ে চোর সনাক্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।